APR. 03 2002

দৈনিক সংবাদ

আদালত ভর্ৎসনা করল আইনজীবীদের

শিহাব হত্যা মামলার ৪ আসামি রিমান্ডে, ২ জন জেল হাজতে

আদালত প্রতিবেদক ঃ চাঞ্চল্যকর স্কুলছাত্র শিহাব হত্যা মামলার ৬ জন আসামির মধ্যে ৪জনকে ৭ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। রিমান্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলো মনিরুল ইসলাম লিটন, আবু সাঈদ, রাশেদুল ইসলাম রাশেদ ও ফজলুল হক। একইসঙ্গে অন্য দু'আসামি জুলেখা মৃধা ও কনককে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

ডিবি পুলিশ ১লা এপ্রিল চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার আসামি ৬ জনকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার পুলিশ তাদের ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠায়।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ৭ই ফেব্রুয়ারি বেলা আনুমানিক ২টায় ৭ম শ্রেণীর ছাত্র শিহাব (১৩) বাসা থেকে মতিঝিল মডেল হাইস্কুল ও কলেজে যায়। শিহাবের বাবা-মা শিশু শিহাবের জন্য ৫টা পর্যন্ত বাসায় অপেক্ষা করেন। শিহাব বাসায় ফিরে আসতে দেরি দেখে মা তার আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় খোঁজ করেন। এদিকে রাত পৌনে ৯টায় শিহাবের বাসার টেলিফোনে একজন জানায়, আপনার শিশুপুত্র শিহাব আমাদের কাছে আছে। আগামী কাল শ্রীপুরে অথবা আপনার

আদালত ঃ পৃঃ ২ কঃ ৮

আদালত ঃ ভর্ৎসনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অফিসে দেখা হবে বলে ফোন রেখে দেয়। পরবর্তীতে আসামিরা বার বার শিশু শিহাবের বাবা শিল্পপতি খন্দকার দিলদার আহমেদের কাছে ১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। তখন তার বাবা পুলিশকে এ খবর জানালে পুলিশ আসামিদের টেলিফোন নম্বর উদ্ধার করে টেলিফোনটি জব্দ করে। পরবর্তীতে ডিবি পুলিশ দীর্ঘ ৫৩ দিন প্রচেষ্টা চালিয়ে আসামিদের দাবিকৃত টাকা দেয়ার ফন্দি পেতে ২ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃত আসামিদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক শিহাবের হত্যাকাণ্ডের কাহিনী ও খণ্ডিত লাশ বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করে।

শিশু শিহাবকে নির্মম হত্যাকাণ্ডের আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, আসামিরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে আসামি জুলেখা মৃধার নির্বাচনী ক্লাবে গলা টিপে তাকে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে শিশু শিহাব করুণভাবে হাতে-পায়ে ধরে তার জীবনভিক্ষা চাইলেও আসামিরা কর্ণপাত না করে তার হাত-পা বেঁধে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। শিশু শিহাবের দেহ নিস্তব্দ হলে আসামিরা তার লাশ গুম করার সিদ্ধান্ত নেয়।

লাশ সরানোর কোন পথ না পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মৃত শিহাবকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেয়া হয়। ডিবি পুলিশের ফাঁদে আটককৃত আসামিদের শনাক্ত মোতাবেক বাকি ৪ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে মামলার মূল পরিকল্পনাকারী রাজু ও তার বোনকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি।

গতকাল আদালতে এই লোমহর্ষক হত্যা মামলায় আসামিদের ঢাকা সিএমএম আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মো. শহীদুল ইসলামের আদালতে হাজির করা হলে আসামিরা জানায়, শিশু শিহাবকে আসামি রাজু কিডন্যাপ করে এবং তাদের সহযোগিতা চায়। তারা এই হত্যাকাণ্ডে রাজুকে সহায়তা করে। ধৃত আসামি কনক রাজুর বোন।

আদালতে আসামিপক্ষে রিমান্ড বাতিলপূর্বক জামিনের আবেদন করা হয়। সরকারপক্ষে কোর্টপুলিশ পরিদর্শক আবদুস সোবহান জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, এ ধরনের হিংস্র ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঠিক তদন্ত করে আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সমগ্র দেশবাসী এ হত্যাকাণ্ডে হতবাক হয়ে পড়েছে। তিনি আসামিদের তদন্তকারী কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক ৭ দিনের রিমান্ডদানের আবেদন করেন।

আদালত উভয়পক্ষের শুনানিশেষে আসামিদের জামিনের আবেদন বাতিল করে ৪ জন আসামিকে ৭ দিনের পুলিশ